340

তারের কাগজ

তারিখ ... JAN 14 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫.....

ঢা.বি.র প্রক্টরিয়াল বিধিতে অদ্ভুত যতো নিয়ম

পরিবর্তনের জন্য গঠিত কমিটি কাজ শুরু করছে ঈদের পর

পিনাকী রায় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বিধিকে যুগোপযোগী করার জন্য সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত শনিবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় বিধি সংশোধনের জন্য ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি আগামী ঈদের পর কাজ শুরু করবে বলে জানা গেছে।

বর্তমান প্রক্টরিয়াল বিধির অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা ছাত্রছাত্রীরা পালন করে না। এছাড়া বর্তমান বিধিতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে হাস্যকর মনে হয়। বিধিতে আছে, কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাব, সংগঠন বা সমিতি গঠন করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রক্টরের অনুমতি না নিয়ে ছাত্ররা সভা-সমাবেশ করতে পারবে না এবং উচ্চস্বরে মাইক বা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারবে না। হলে সংগঠন বা সভা করতে হলেও প্রাধ্যক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

বিধিতে আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডাকতে পারবে না। ধর্মঘটের দিন কোনো ছাত্র ক্লাসে যোগ না দিলে কর্তৃপক্ষ তার বৃত্তি বাতিল করে দিতে পারেন। বিধিতে আবাসিক ছাত্রদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা শীতকালে ভোর ৬টা থেকে রাত ৯টা এবং গ্রীষ্মকালে ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত হলের বাইরে থাকতে পারবে। এ সময়ের পর হলগুলোর গেট বন্ধ করে দেওয়ার বিধান রয়েছে। গেট বন্ধ হওয়ার পরপরই হাউজ টিউটররা ছাত্রদের নাম ডাকার জন্য কক্ষে কক্ষে যাবেন। ছাত্ররা প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে টাকা পরিশোধ করে হল ডাইনিং-এর খাবার গ্রহণ করবে। কেউ ডাইনিং-এর কোনো কর্মচারীকে মারধোর করলে প্রাধ্যক্ষ তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন। ডাইনিং-এর টাকা বাকি থাকলে ১০ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের জন্য ৬ পয়সা এবং ২০ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন ১২ পয়সা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে। তবে এই জরিমানা কোনোক্রমেই ৩ টাকার বেশি হবে না।

বিধিতে আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বছরের কম বয়সী অনাবাসিক ছাত্রদের অভিভাবক ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে থাকতে হলে সংশ্লিষ্ট হলের প্রাধ্যক্ষের অনুমোদন লাগবে। কোনো ছাত্র পুনঃভর্তি হতে চাইলে তাকে অন্তত ৩ টাকা জরিমানা দিতে হবে

বিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের আবাসিক ছাত্রীরা শুধু বাবা, মা, ভাই-বোন বা স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। অথবা এই আত্মীয়দের লিখিত অনুমতি নিয়ে অন্য কেউ ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। নিয়মিত সাক্ষাতকারী হিসেবে হল কর্তৃপক্ষের কাছে ৪ জনের বেশি নাম জমা দেওয়া যাবে না। বিবাহিত কোনো ছাত্রী হলের আবাসিক ছাত্রী হতে পারবে না। কোনো আবাসিক ছাত্রীর বিয়ে হলে গেলে শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়া না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে হলে থাকতে হবে।

আবাসিক হল চত্বরের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রক্টরিয়াল বিধি ভঙ্গের অপরাধে যে কোনো ছাত্রছাত্রীকে প্রক্টর শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। হল চত্বরে এ বিধি ভঙ্গের জন্য ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রাধ্যক্ষ এবং আবাসিক শিক্ষকদের। ক্লাশের অভ্যন্তরে বা অফিসে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য অনুষদের ডিন বা শিক্ষক বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ছাত্রদের শাস্তি দিতে পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে প্রক্টরকে অবশ্যই বিষয়টি জানাতে হবে।

প্রক্টরিয়াল বিধি ভঙ্গের জন্য প্রক্টর কোনো ছাত্রকে সর্বোচ্চ ২৫ টাকা জরিমানা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বাধিক ৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করতে পারেন। সহকারী প্রক্টর অথবা আবাসিক শিক্ষকরা সর্বোচ্চ ৫ টাকা জরিমানার ক্ষমতা রাখেন।